আবদুর রব

কে ঘুমায় কে জাগে

কে ঘুমায় কে জাগে

আবদুর রব

কে ঘুমায় কে জাগে

সিনোরিনা, ঢাকা

আব্দুল হাকিম ও
আজীজুল হক
দু'জন শিক্ষক ও স্বপ্নদ্রষ্টা

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪০০
ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪
প্রচ্ছদঃ শিশির ভট্টাচার্য
স্বত্বঃ- রওশন আরা বেবী
সার্বিক তত্ত্বাবধানঃ স্পেক্ট্রাম ইন্টারন্যাশনাল
অক্ষর বিন্যাসঃ অনিন্দ্য কম্পিউটার্স
সিনোরিনা কর্তৃক ঢাকা থেকে প্রকাশিত
পরিবেশক মওলা ব্রাদার্স, ৩৯, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মুদ্রণঃ বেস্ট প্রিন্টার্স

মূল্যঃ ত্রিশ টাকা

মুর্হূত	৯
যে আঁখি দিগন্ত দেখে	১০
উৎকর্ষ বাস্তবতা	১১
কথার সাম্পান	১২
রাত্রির আকাশ হাসে	১৩
হাড়ের মমতা	১৪
কে ঘুমায় কে জাগে	১৫
সামান্য বিবাদ	১৬
বালিকার মোহ	১৭
আর্তনাদহীন	১৮
সহজপাঠ	১৯
ক্রুসেড	২০
দ্বৈত ভেলা	২১
খঞ্জ	২২
আকাঙ্ক্ষার মুখোমুখি	২৩
ভুল আত্মা	২৪
মাঝখানে	২৫
ফেরারী কাহিনী	২৬
মাধুরী মেশেনি বলে	২৭
নদী সিকস্তি	২৮
নতুন উত্তাপ	২৯
শূন্যের উদ্যান	৩০
ধূমকেতু	৩১
ঈর্ষা	৩২
কিনারা বিচ্ছিন্ন সাঁকো	৩৩
ভাষ্য	৩৪
ফ্লাশব্যাক	৩৫
কাকতাড়ুয়া	৩৭
জলের প্রতিভা	৩৮
খরা	৩৬
ফীডব্যাক	৪০
মস্তিষ্কের শিশুরা	৪২
আজ্ঞাসত্য	৪৩
ইডিপাস	৪৪
উৎসমুখ	৪৫
জলোচ্ছ্বাস	৪৬
সাজানো অভিজ্ঞতা	৪৭
ঘন্টাঘর	৪৮

লেখকের অন্য কাব্যগ্রন্থ
পূর্ণ প্রাণ যাবো (যৌথ)

মুহূর্ত

দরোজা খোলার শব্দে চেতনা নিষ্ক্রিয়
মৃত্যুর মুহূর্ত এই বুঝি দু'হাতে কপাট খুলে
ধরে ফেলে
ফিরে যেতে চাই পালাতে আকৃষ্ট হয় মন
বাকহীন তুমি মধ্যবর্তী।

তোমার দু'চোখ নিস্তব্ধতা ভাঙে, হঠাৎ বাতাসে
যেভাবে বৃক্ষের ডালপালা কথা বলে। আমি
ভূমিষ্ট হলাম।

আমার পিছনে ছিল উদ্বেগ, সন্ত্রাস
অকুস্থলে তুমি দেবী লুসিনা আমার!

জলোচ্ছ্বাস

উপকূলে কালো নৌকা এসে
মানুষ বোঝাই করে নিয়ে গেল।
বুঝে শুনে যীশু হয়ে
ওরা যেন গিয়েছিল
কিদ্রোণ খালের ধারে।

যে আঁখি দিগন্ত দেখে

সৃষ্ট সম্পর্কের ডালে উড়ে উড়ে বসে
ভ্রমণে বিশ্বাসী এক সদা-ব্যস্ত পাখি
তৃষ্ণায় চুমুক দেয় বৃক্ষ-ছায়া-রসে
কেউ কি কখনো তারে বাঁধে নাই রাখি!

ডানাহীন নয় তাই উড়েছে আকাশে
তৃষ্ণামুক্ত নয় তাই জলে ঠোঁট রাখে
গরজে আবদ্ধ হয় কৃতজ্ঞতা পাশে
আঘাত পেলেও সেকি মুখচ্ছবি আঁকে!

যে-কিনা আকাশ চেনে মানেনা সীমানা
তার কাছে অর্থহীন সুখের বয়ান।
ছায়া দুঃখময় হলে মেলে দেয় ডানা,
পৃথিবীকে ভাবে তার নিজস্ব উদ্যান।

যে আঁখি দিগন্তে দেখে উজ্জ্বল তিলক,
সেও চেনে ভাল করে তিক্ত হেমলক।

উৎকর্ষ বাস্তবতা

কেরানী জীবন জলে ভাসে শূন্যে ওড়ে ইচ্ছা।
ডানায় দূরাশা নিয়ে এত যে চেঁচাও
তার চেয়ে তরল ক্রিস্টাল চশ্‌মা পরে নাও,
মাউচ নাচাও।
শতবর্ষজীবি না হলেও ক্ষতি নেই,
সময় এগিয়ে নিয়ে দেখে যেতে পার
আগামী শতাব্দী।
বহুদিন পড়ে আছো হলুদ ছায়ায়,
রিমোট কন্ট্রোল করে চলে যেতে পার
ন্যুয়ার্কের আকাশের নীচে।
মরফিক্স যোগাবে তোমাকে
মূলোত্তীর্ণ সুন্দরী রমণী;
মাতৃপরিচয় খুঁইয়ে বসে আছে চিত্রকর্ম
এবার কবির পালা, রাত জেগে সাজানো চরণ
আড়ং-এ বিকোতে হবে।
তুমি আমি উপলক্ষ মাত্র,
আমাদের অস্তিত্ব ছাপিয়ে
সবকিছু আজ কেমন নিখুঁত হয়ে যায়
এই স্বপ্নপুরে…।

কথার সাম্পান

বক্তা যাঁরা কথা বলে এক নাগাড়ে,
অন্যরা তো ধৈর্যহারা, তবু শুন্‌তে হয়
আলোচনা ক্রমশঃ গোচনা লাগে
তাতে কার কি যায় আসে বক্তা ওঠে নামে।

কখনো কখনো ভাবি সাপ ছেড়ে দেবো;
কিছু কাঁকড়া ছেড়ে দেবো ভীড়ের ভেতরে।

খোঁয়াড়ের অন্য নাম অনির্ণীত আলোচনা
মাঝে মাঝে হাত তালি সার্কাস সার্কাস
সাপের মতন আঁকা-বাঁকা আলোচনা।

পিছনের দিকে কিছু জিরাফের গ্রীবা
কাকে খোঁচা মারে, জ্বালাবো আগুন?

কে যেন মঞ্চের মধ্য হতে মুখোশ বিলোচ্ছে,
মাদক পুরিয়া নিয়ে বসে আছে অন্যজন
কথার সাম্পান ভাসে তাহাদের মনে।

রাত্রির আকাশ হাসে

ফল খায়, ফুল খায়, খায় মানুষের
সমস্ত বিশ্বাস।
অমেয় পিপাসা আর প্রতিটি মুখের
ক্ষুধা কেড়ে খেতে খেতে ঢুকে পড়ে
শ্যাম নগরের অলোক ঘোষের ঘরে।

জানিনা জানিনা বলে যতই চেঁচাক
তার ঘর থেকে শরতের রং খেয়ে
ঠোঁট চাট্‌তে চাট্‌তে কে যেন বেরিয়ে এলো।

জারুল তলায় শঙ্খলগ্ন দু'টি সাপ
যেন দু'টি অভিজ্ঞতা।
পরিত্যক্ত শিশুটিকে বুকে নিয়ে
বসে আছে চন্দ্রা, নাকি সংঘামিত্রা?
হয়তো বা পিতার ইচ্ছায়
বটের চারা নিয়ে যাবে সে সিংহলে।

এইভাবে খেতে খেতে খেয়ে ফেল্লো মানুষ জনম
রাত্রির আকাশ হাসে তারায় তারায়।

হাড়ের মমতা

বেওয়ারিশ কুকুরটা নিতান্ত নির্বোধ। চক্ষুলজ্জা নেই তাই প্রতিদিন কিছু গ্লানি জোটে তার ভাগ্যে। সম্পর্কের তুচ্ছ এঁটো-কাটা খেতে গিয়ে ঢুকে পড়ে কোন বাড়ী। এইভাবে ঢুকে পড়া আদতে শোভন নয়। কেউ যদি কঠিন কথার হাড় ছুঁড়ে মারে, তবে গিল্‌তে পারুক বা না পারুক চিবুতেই হবে। কুকুরের কৌতুহল লজ্জা অতিক্রম করে যায়। যদিও সে জানে পরিত্যক্ত হাড়ের সন্ধানে যেখানেই যাক, আপ্যায়ন তার প্রাপ্য নয়। মনে কোন প্রত্যাশা ভঙ্গের দুঃখ নেই বলে এ তল্লাটে তার বেশ নাম ডাক। হাড় তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। স্বভাব উপেক্ষা করা তার কাজ নয়। অগত্যা সে হাড়ের দিকেই ছোটে। আর বিসমিল্লা বলে মহানন্দে চাটে হাড়ের মমতা।

কে ঘুমায় কে জাগে

এবার জাগাতে এলে বলবো, তুমিও ঘুমাও
জাগরণে কাজ নেই, লাজ নেই ঘুমিয়ে পড়ায়
বেহুলা ঘুমায় ঘুমে ভাসে লখিন্দর;
ভাসতে ভাসতে চললো মেয়ে বললো সে ঘুমাও সোনা!

কে ঘুমায় কে জাগে বুঝি না
ফেরীঘাট জাগে তো ঘুমায় ঘরবাড়ী
জাগে বালিয়াড়ী, ঘুমে ঢুলু ঢুলু শস্য;
নদীও ঘুমায় গদিও ঘুমায় জাগে সে পাহারাদার

কারণ ঘুমায় অকারণে
ব্যাকরণ তবু স্বকারণে
ওদের যা খুশি করে যাক, আমরা ঘুমাই
জাগরণে কাজ নেই, লাজ নেই ঘুমিয়ে পড়ায়।

সামান্য বিবাদ

যাজক সীমানা ঠেলে দীক্ষিতার
জমির ভেতরে। যা হবার নয় তাই হলো,
পৌরসভা মিশনারী হয়ে গেল।

গীর্জার ঘন্টায় উদ্বেলিত হয় মেয়ে,
বুকে ক্রশ এঁকে যাজক শোনায় ইশ্বর-বন্দনা-- আমেন!
আমার ত্রাণ পড়ে থাক, যীশু তুমি ইতালীর
এই শিশুকে রক্ষা করো।

আমি ভুলে গেছি পিতা, অতীতের
সামান্য বিবাদ। এবার পুত্রকে দীক্ষা দাও
ওর বুকে জ্বলে যেন ত্রুটিহীন তোমার জীবন।

বালিকার মোহ

সব নারী পুষে রাখে কিশোরী কালের
এক জানালার গল্পঃ
সাদা নীল ড্রেস পরে, বালিকা সে যাচ্ছে স্কুলে।
সে ও তারা ছিল একই বৃন্তে
এক গুচ্ছ সুখী ফুল।
পথের প্রচ্ছদে বেণী কেটে কেটে চলে
অনন্তের স্কুলে।

ওরা হেঁটে গেলে মনে হয়
বাতাসের স্নেহধন্য কচুরি ফুলেরা।

সকাল সকাল স্নান সেরে
জলের রোমান্স মেখে দাঁড়াতো সে জানালায়।
ইচ্ছা ছিল পথচারী কোন যুবকের মুখ থেকে
মুছে দেয় বিষন্নতা।

গরাদে আয়না রেখে ভিজে চুল ঠিক করা,
কতনা উপায় খোঁজে, অবশেষে
পারদে রৌদ্রের রেখা ফেলে
খেলেছে আলোর কানামাছি

কতকাল আগে খেলেছে এ খেলা, তবু
আজও জেগে আছে, বালিকার সেই মোহ।

আর্তনাদহীন

সবাই অতৃপ্ত আজ তীব্র ক্ষত বুকে,
লেজ থেকে মাংস খসা মাছের মতন
অস্থির বেড়ায় ভেসে আর্তনাদহীন।
স্পর্শভীতি কাজ করে সবার দু'চোখে,
বিভ্রমে বিনষ্ট হয় আনন্দ ভুবন;
সর্বত্র প্রাচীর তুলে রয়েছে স্বাধীন।

ছদ্মবেশ ছাড়া চলে নির্মম ঘাতক
দেরীতে বুঝেছো বাছা জলের জাতক।

সহজপাঠ

শিখিনি সহজ পাঠ জীবনের কাছে
ফলে দু'চোখে যা দেখি, তার সব ভুল
অনুভব গুলো যেন যন্ত্রণার শূল,
হৃদপিন্ডে ফুটে গিয়ে খুব গেঁথে আছে।

আমার সমস্ত সুখ প্রজাপতি-লয়ে
ওই দেখো, উড়ে যাচ্ছে চঞ্চল-সুন্দর;
দুঃখ-পাপড়ি মেলে থাকা ফুলের উপর
সারাদিন খেলা করে পরম নির্ভয়ে।

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি আকাশ কুসুম
সরোবরে জলকেলি, শিষ দিয়ে ডাকি
সঙ্গোপনে তুলি টেনে মুখচ্ছবি আঁকি
ভুলে যাই সব দুঃখ পাই উপশম।

কিছুই পাইনি আমি বেদনার কাছে
প্রিয় পাখি উড়ে গিয়ে বসে ভিন্ন গাছে।

ক্রুসেড

আজকাল কেউ কারো জন্যে বসে থাকেনা,
যে যার মত বেছে নেয় নিজস্ব ক্রুসেড
কে শত্রু কে মিত্র কার সাথে এ লড়াই?
পুনর্জন্মে আস্থা নেই, একাই প্রস্তুতি নেয়
একাই সম্পন্ন হয়
কর্মহীন কবি বৃথা ছন্দ মেলায়, তার
আকাঙ্ক্ষার কাঁচপাত্র থেকে ঝরে
মানুষের পুনর্মিলনের তৃষ্ণাজল।

দ্বৈত ভেলা

জীবনের মর্মমূলে বসে
কৃষক মেয়েরা মধুচক্র ভাঙে
আপন কৃষ্ণকে দেয় সুধা
তীব্রতম সেই সব নারী বোধ আর
প্রাকৃতিক জ্ঞান সূত্রে গাঁথা।

গ্রামীন মেলার মৃৎপাত্রে
যে ছিল তুমুল লীলাবতী
সে আজ স্রষ্টার অভিশাপ

প্রবাহের অনিবার্য ধারাটিও ক্ষীণতর
তবে তুমি কোন দিকে যাবে ?

বেহুলা তোমার সামনে
জন্মমৃত্যুর দ্বৈত ভেলা।

খঞ্জ

নতুন পতাকা নিয়ে ছুটে যাচ্ছে
মৃত্যুভান ছেড়ে ছুটে যাচ্ছে অপসাম।
যে কোন জীবনে অভ্যস্ত মানুষেরা মরুবিছা,
কত আর স্বপ্ন নিয়ে হবে সারিবদ্ধ;
তার চেয়ে যে যেদিকে পারে পালাক, পালাতে থাক।
অশ্বখুরে চূর্ণ-বিচূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে কেউ কেউ তবু রয়ে যাবে, গায়ে জ্বর
খঞ্জ পথিকের বেশে।

আকাঙ্ক্ষার মুখোমুখী

কোথাকার জল কোথায় গড়াবে তুমি আমি তা জানি না, আমরা দু'জন কালোত্তীর্ণ আকাঙ্ক্ষার মুখোমুখী আমাদের আলোচনা সুর ছেঁড়ে। পিন পতনের অপেক্ষায় থেমে যায়। তীক্ষ্ম তুমি পুনঃ কথোপকথনের প্রবল জোয়ারে ভেসে যেতে চাও। হাতের কাগজ নৌকা হয়ে গেল। গভীর বিশ্বাসে তুমি তা ভাসালে করতলে। জল-স্বচ্ছ হয়ে যায়। এবার আমার পালা। এসো উঠে পড়ি। সন্ধিচুক্তি ছাড়াই আজ থেকে আমরা পরস্পরের স্বাধীনতা ও দুঃখ-মুক্তির অতন্দ্র প্রহরী।

ভুল আত্মা

প্রভু, এই দেখুন আমার উরুদেশ
এইখানে ছোরাবিদ্ধ করে
আমি কাল সারারাত কাটিয়েছি
যন্ত্রণা গোপন করে।
আমার বিশ্বাস আপনার ভুল আত্মা
কোন অনিষ্ট সাধনে
বদ্ধ পরিকর

শয্যাসঙ্গী হলেও জানিনা আপনার মনের খবর
নিষ্প্রয়োজন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ
অতএব অঙ্গবিদ্ধ করে দেখালাম
এবার বলুন মনোবাঞ্ছা

পর্সিয়ার কথা শুনে অশ্রুসিক্ত তবু সে ব্রুটাস
বিশ্বাসের লাশ অতিক্রম করে ভেঙেছে রেকর্ড।

মাঝখানে

পৃথিবীর মানচিত্র থেকে দেশরেখা মুছে গেলে, এত
সিংহাসন থাকবেনা, আদতে নেইও।
কিসের সীমানা কিসের আইন
চারিদিকে মন্থর মৃত্যুর ঢেউ।

তোমার কপালে শুধু বিন্দু বিন্দু ঘাম
না পার ধনুক তীর সাথে নিয়ে
বনে বনে ঘুরে বেড়াতে, না পার শীর্ষে
লেখাতে নিজের নাম।
এই ভাবে নেমে গেলে
তোমার পায়ের শব্দ আর কোনদিন
জেগে উঠবেনা।
কেন যে তোমার বাইরের পোশাক ছাপিয়ে আছে অন্তর্বাস!
সভ্যতা আপন নয়, পর নয়, এই দুইয়ের মাঝখানে।

ফেরারী কাহিনী

ফেরারী-১

সব জীবনের মূল্য আছে, আমার জীবন ছাড়া
এমনি ভেবে একটি যুবক যেদিন থেকে
নেমেছে তার পথে, সেদিন থেকে গোয়েন্দারা
লেগেছে তার পিছে।

চুল গজায়, দাড়ি গজায়, গজায় তাহার ডানা···।

ফেরারী-২

আমাকেও রেখো নিষ্পত্তির আগে
তা না হলে ফাঁকে পড়ে যাব, ফাঁকিতেও
শুনবো দেখবো, দেখাতে তো দোষ নেই
যাবনা নদীর ধারে হাট বাজারের ভীড়ে
অকুস্থলে বড় শীত
কোথায় আমার টুপি মোজা!

ফেরারী-৩

তোমার সান্নিধ্য পেলে যে কোন ঘাতক
নিতান্ত অহিংস হবে। এরূপ বিশ্বাসে
প্রশ্রয় দিয়েছো তাকে। ছিল পলাতক
বিনিদ্র কেটেছে তার দীর্ঘ বনবাসে।

নিঃসঙ্গ ফেরারী শেষে পেল অন্নজল
তাই তো নিয়েছে মেনে তোমার শিকল

মাধুরী মেশেনি বলে

হয়তো কথার ফাঁকে কেউ
বেলকুঁড়ি হাসি গুঁজে দেয়
আমার বুকের ডান পাশটায়
তাতে ভুল ছিল, তাতে হুল ছিল।

হয়তো বনের মধ্যে ফাঁদ
পেতে রেখেছিল কেউ
আমাকে আটকাবে বলে
তাতে ছল ছিল, তাতে জল ছিল।

হয়তো মনের সাথে
মাধুরী মেশেনি বলে
এই সব আয়োজন।

নদী সিকস্তি

সারা জীবনের মত মুখ এঁটে থাকতে হবে
বোকা চাঁদ জ্যোৎস্না জলে দু'চোখ ভাসাবে
এই এক টুক্‌রো হাড় হয়তো প্রতিটি বাঘের গলায়
বিঁধে আছে।

অন্তরীক্ষ হতে উড়ে এসে যে সারসী তাকে
উদ্ধার করেছে সেতো শুধু নিত্য সাথী।
নদী সিকস্তির কথা কিছুই জানেনা
বৃথা ঘর সাজায়, গোলাপ পরে চুলের খোঁপায়।

সে যেন তোমার
ধানশীষ কিশোর বালক
সারাপথ অনর্গল কথা বলে
কত কি যে জানার রয়েছে তার!
তুমি তো দূরের আত্মা কিভাবে তোমাকে পাব?
দিগন্তে সায়াহ্ন, অন্ধকার ঘরবাড়ী
দূরাশা নয়ন জুড়ে…।

নতুন উত্তাপ

মার্ক্সবাদ কি জেফারসনের গণতন্ত্র?

বার্লিন প্রাচীর থেকে বের হয়ে লোকগুলো
এই কথা বলে,
লালতারা চিবোতে চিবোতে ঢুকে গেল
নিকটস্থ বেশ্যালয়ে।

বিশ্বাস ত্রিশঙ্কু হলে হালে পানি পায়না,
পালে বাতাস লাগেনা
সব পাখসাট থেমে যায়
সত্য হয়ে ওঠে 'আমি' আর আমার ক্লীবত্ব,

নতুন উত্তাপ নিয়ে ওরা কোথায় চলেছে?

শূন্যের উদ্যান

আসল আমাকে আর ফেরৎ পাবনা
প্রত্যক্ষ বলার সেই পরোক্ষ ক্ষমতা
দিনগুলি মধ্যস্থতাহীন শূন্যে উদ্যান
জন্ম জড়ুলের মত স্থির
হেমন্তের আড়ষ্ঠতা ক্ষয় করে ফেলে
ঢালুতে জীবন

হঠাৎ দেখার সুখ তুমি দিয়েছিলে
মেরুন রঙের শাড়ী পরে এসেছিলে
চৈতন্যের চেরাপুঞ্জে
শাস্ত্রের নিয়মে যতটুকু উপদ্রুত হলে
তোমাকে মানায় তার চেয়ে বেশী কিছু নয়

পুরোনো স্মৃতির রক্তপাত বন্ধ হলে
নির্ভার পাখির মত
তোমার আকাশে উড়ে যাও তুমি

সুতোর মহিমা আছে
তবু তো এ সমতলে এলো কিছু হাওয়া!

ধূমকেতু

সে অপেক্ষমান এক নারী,
আলোর বিস্ময় তার চোখে।
কিসের খেয়ালে স্বর্গ থেকে,
নেমে এসেছিল দ্বীপ জ্বেলে;
মর্তের আমাকে ভালবেসে।

সিঁথিতে সিঁদুর কপালের
দিগন্ত রেখায় টিপ্ পরে,
উজ্জ্বল অভয়ে দাঁড়ালো সে
মানুষের গোটা আয়ু গেলে
যার দেখা মেলে যাবে সেও
অন্য প্রজন্মকে ভালবেসে।

ঈর্ষা

জীবনের সব কাজ কারবার প্রকাশ্যে কে করে?
কাপ্তান বন্ধুরা তাই খ্যাতির আমোঘ সূত্র করেছে গোপন
নিজেকে নগন্য করে রয়েছি ওঁদের হাতে
সুলভ শপিং ব্যাগ।

কানামাছি আমি, মুগ্ধ নার্সিসাস ওঁরা
ওঁরা ভোঁ-ভোঁ সতত চালায় গুঞ্জরণ;
ওঁরা রেড-কাউ ওলান ঝাঁকিয়ে উঠে যায়
কৌটার লেবেলে।
বাতাসেও ভূমিক্ষয় হয় অথচ ওঁদের কোন ক্ষয় নেই,
ওঁরা নগ্ন হয়ে
ছুটে যাচ্ছে
অমরতার দিকে।

কিনারা বিচ্ছিন্ন সাঁকো

বহুদিন কিছু বাড়ী কিছু মুখ
অগম্য-অদেখা থাকে নগরের অন্য প্রান্তে
যখন তখন সুখ সেখানে মজুত ছিল
কে যেন কালের কাঁটা ছড়িয়ে রেখেছে
এই অধমের সেই পথে।

সেই বাড়ী আর সেই মুখগুলো
অস্পষ্ট অক্ষর
চোখ ও মনের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে
ক্যামিলিয়নের মত ঠোঁট ছুঁড়ে গ্রাস করে
নিয়ে যেতে চায় নিজের ভেতরে।

আমার নিজস্ব বর্তমান কিছু বাধা বটে,
সেটা শেষ কথা নয়,
আছে কিছু ব্যথিত সম্পর্ক যেন কিনারা বিচ্ছিন্ন সাঁকো।

ফ্লাশব্যাক

১

এখানে রয়েছে কিছু স্নিগ্ধ অন্ধকার।
পূর্ণতার ফাঁকে ফাঁকে শায়িত মুদ্রায়
ধ্বনিত সে অন্ধকার তোমার আমার
হাহাকার।

ইচ্ছাকে নিচ্ছিদ্র করা সত্যিই কঠিন

২

তার গোঁফ থেকে ফড়িং লাফিয়ে পড়েছিল।
কর্তারা তা নিয়ে খুব হাসাহাসি করে;
লোকটা তাহলে সারাদিন ঘাস কাটে, কি বলেন?

৩

ভ্রান্ত আমি চিবিয়ে খেয়েছি
যৌবনের অনেক রোদ্দুর
এখন গড়িয়ে যাচ্ছি পড়ন্ত বিকেলে,
সারা পৃথিবীর লোক জানে
আমার অসুখ।

৪

যখন সমস্ত অস্থিরতা
পোষাকের নীচে, কোন এক গোপন সিন্দুক ঘিরে;
সময়টা কেটে গেল,
নির্জনে তোমার ছবি এঁকে।

৫

তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে
অফুরান কুটাভাস ওৎ পেতে ছিলঃ
চলন্ত ফ্যানে ঘা খেয়ে মরে যাক চড়ুই পাখিটি
ভূলুণ্ঠিত হলে তুলে পানি খাওয়াবো,
জানাবো সহানুভূতি।

৬

সবাই যা পারে আমি তা পারিনা
হাসি হাসি মুখ কাঁদো কাঁদো ভাব
এসবের কোনটায় আমার দখল নেই
ডুব দিয়ে উঠে দেখি পৃথিবীর একাংশ উধাও।

৭

মানুষের চুল থেকে বের হয় পাকাপাকা ভুল
চোখ থেকে শোক
যত দেখি, তত মনে হয় এসময়
যতনা নষ্টের তার চেয়ে
অধিক দ্বন্দ্বের।
একবার ভাবো দেখি,
তোমার পেছন থেকে সরে যাচ্ছে নক্ষত্র সমাজ!

কাকতাড়ুয়া

থাকতে আসিনা, আসি মামলা মোকদ্দমা নিয়ে
সাথে আলু-কচু কিছু না কিছু থাকেই।
শহরের কুকুর-মেকুর খুব চটা, তাছাড়া
মুর্খের শতদোষ।
কি বলবো বিষম পা, হাঁট্‌লে ঘষা লাগে
বিকল হয়না তবু রঙিন ফোয়ারা গুলো
মুখের উপর বন্ধ করে নৃত্য,
ছুঁড়ে ফেলে জলের ঘুঙুর। যেন আমি
মুদ্রাজ্ঞানহীন বুনো মোষ
হঠাৎ এখানে ঢুকে রসভঙ্গ করে ফেলি।
অন্ধকারে এসেও দেখেছি
চেঁচায়, কে যায়, কোথাকার বন্ধ চাষা?
হে ইশ্বর, যার জীবন পুড়েছে মাঠে ঘাটে
রোদের চিতায়
কেন তাকে কাকতাড়ুয়ার মত
দাঁড় করিয়ে দিয়েছো নগরের শস্যহীন মাঠে?

জলের প্রতিভা

মা আপেল কাটছে, ছেলে খাবে
তাঁর হাতে ছুরি ও আপেল।
আপেল নেবেনা ছেলে, ছুরি দিতে হবে
রাগে দুঃখে অসহায় এক রাষ্ট্রনায়কের মুখ ভেসে ওঠে।

বিজ্ঞানী বিদগ্ধ জন দীপ্তিমান প্রাণী
ওরা যত সূক্ষ্মতার দিকে ছোটে
বণিক অধিক লাভবান হয়
আতস বাজির মত ব্যবসা ছড়ায়।

ঝুড়িতে ষোলটি ডিম ক্ষুদ্র পরিসর
তবু চাই ভ্রূণের বিকাশ
ডিম পিছু একটি ছানা।

মানব সন্তান তুমি জলের প্রতিভা, বিকশিত সরিসৃপ
ক্রমশঃ দুর্ধর্ষ। হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি তোমার বিক্রম।

ফীডব্যাক

নবীন-প্রবীন

অচিরার শেষ কথা শুনে
নবীন-প্রবীন দু'জনেই নত। কক্ষপথ ছেড়ে
নক্ষত্র হারালো প্রভা।
আজে-বাজে কাজের পরিধি এসে
হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যায়
দু'জন আসামী।

প্ররোচনা

আসল মানুষ থাকে বুকের পাটায়
তাঁকে খুঁজে পেলে চোখে জল আসে
আকাঙ্ক্ষা আহত হলে মেঘে ছেয়ে যায়
দেহের পল্লীতে নামে রাত, ব্যর্থ প্ররোচনা।

পথিক

ঢেউ নিয়ে গেছে চোরে
নদীর নাড়ীতে আর স্পন্দন জাগেনা
পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ?

পথ নিজে কখনো নিজেকে হারায়না।

বন্যা '৮৮

আত্মকেন্দ্রিকতার চরে কবিতার কিস্তি
ঠেকে গিয়েছিল, তাই রক্ষে
তা না হলে স্ত্রীকে ঘুম পাড়িয়ে
বিস্রস্ত ভাবনায় কেটে যেতো আরও কিছু রাত
দেখাই হতো না সেই দৃশ্যঃ
প্রতারক উদ্দালোক সেজে একাই ঠেকাচ্ছে জল।

বিদেশিনী

বিদেশিনী চিঠি পায় সাদা খামে
কি সাপে দংশিল তারে?

খামের উপরে
পাগ্‌ড়ী পরা বেলুন বিক্রেতা
সবচেয়ে সুন্দর বেলুনটিতে লেখা আছে
বাংলাদেশ।

মেয়েটি

মেয়েটি কে, এতক্ষণ একপাল যুবকের মনে
পরাগ সঞ্চার করে দাঁড়িয়ে রয়েছে গর্বভরে?
সে যদি ঢোকে কোন বাড়ী ধন্য ভিটামাটি।

ককুন

কে কখন কার রূপে দেয় হানা, তার ঠিক নেই
বুঝি না এসব হিংস্রতা কে শেখালো ওদের
মেরে উল্টে পাল্টে দেখে আসলে মরেছে কিনা।

বাস্তবের এইসব তিতে তুঁত পাতা খেয়ে,
নিজের স্বপ্নের লালা দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে ফেলি
জীবনের করুণ ককুনে।

চোখ

চোখের চম্বুক আজ হারিয়ে ফেলেছে
আকর্ষণ শক্তি
হয়তো এখন তার সাথে দেখা হলে
মনেই হবেনা এই পোড়া চোখ হেসেছিল,
ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে ছিল তার চোখের উপর।

মস্তিষ্কের শিশুরা

হায়! হায়! জলে পড়ে ডুবে যাচ্ছে নিষ্পাপ শিশুরা
তাদের আতঙ্ক চীৎকারে দাঁড়াতে পারিনা।
ত্রাণে ব্যস্ত দেখিনা কে-কারা উপরে দাঁড়িয়ে
নির্বিকার ছুঁড়ে দিচ্ছে শিশু অনর্গল।

অভিশাপ দেবো কাকে? সবাই আমার
ফুঁ দিয়ে ফিরিয়ে আনি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।

শুনেছি জলের কোলাহল চুঁইয়ে পড়া অর্থনীতি।
হিমালয় থেকে নামে তরল সমাজ।
ভুল স্বীকারের বাঁকে বসে ভাবে অর্থনীতিবিদ।
তারপর রব ওঠে ক্যালরি বাড়াও, মুখ খুলে দাও।
আমার কপাল পোড়া, মাথায় ঋণের বোঝা,
বোবা-কালা-অন্ধ আমি কখনো দেখিনা
শিশুগুলো এইভাবে ছুঁড়ে দিচ্ছে কারা?

আজ্ঞাসত্য

ভাগ্য থেকে সময় ছিনিয়ে নেবে বলে
উষ্ণতর সাহচর্য ছেড়ে
যারা গেল যুদ্ধের জীবনে
তারা আজ ক্লান্ত খুব
অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল।

দৈব বলে (?) আশির্বাদপুষ্ট
কেউ কেউ নারী দেহে
গায়ক পাখির গান গায়
নির্দ্বিধায় স্মৃতিভ্রষ্ট হয়
মিথ্যা যেন ফুল্ল লতাগুল্ম।

কীটেরা কোরাস গায়
কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়
সিসিলির ক্ষেতে
হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে
রক্তাক্ত সিরিস কন্যা পম্পারাইন

আজ্ঞাসত্যে চন্দ্র সূর্য ভেবে
যুদ্ধ করে দেশে এনে খুশি ছিল যারা
মিথ্যে ওরা, সোনার পাথরবাটি।

ইডিপাস

কেন আমি চক্ষুষ্মান ?
কেন আমি এ মাতার সম্মুখীন ?
অরক্ষিত বুক
কোলে, কাখে মাথায় সন্তান
পরিণতি অতিক্রম করে হেঁটে সন্ধ্যা
তাকে দেখে ফেলি
তবে কি আমিও ইডিপাস ?

উৎসমুখ

উৎসমুখ থেকে ফিরে এসে দেখি
আমাকে না পেয়ে ফিরে গেছে তার রূপ।
তখনো ছায়ার পাতা কম্পমান।
শূন্যতায় শরীরের গন্ধ ছুঁড়ে হাওয়া!
আমার সমস্ত ঘ্রাণশক্তি,
সেই গন্ধবৃত্তে ঘুরপাক খায়;
এ নিয়তি তার রেখে যাওয়া প্রতিশোধ।

মানুষের গন্তব্যে আমার কোন নিয়ন্ত্রন নেই
কেউ যদি ফিরে যায় তা হলে কি থাকে, দুঃখ ?
স্বপ্নের সমুদ্রে স্থির
সে শুধু শীতল দৃষ্টি মেলে থাকা অন্তর্গত ক্ষয়
এই পথে গেলে যে আসে সে আর কখনো আসেনা···।

সাজানো অভিজ্ঞতা

স্বপ্ন দেখি নিখুঁত বাংলায় একখানি দৈনিক কাগজ
দিনরাত খাটছে ওঁরা মানব-মানবী;
একজন কর্ণধর অন্যজন প্রেরণা-প্রেষণা।
আমি ওঁদের সাথে সমবেত,
বালকের আনন্দে মেতেছি।
বড় করে লিখে ফেলি খবরের শিরোনাম
বিসিকের মাঠে এবিসি দলের সহজ বিজয়।
শিরোনাম পছন্দ হয়নি বলে, ওঁরা
চিলোকোঠা হয়ে গেল
মেয়েটির মুখে শুনি ছেলেটির কথা,
অন্যত্র প্রচুর কাজ করে
আমার সামর্থ শেষ।
অতঃপর ভয়ে ভয়ে পরিক্ষার্থী আমি বসি প্রকাশনা উৎসবে।
টেবিলে সাজানো আছে কাগজ-কলম, গুল্‌তি একটা
আর কিছু উপহার
মোড়কে আমার জন্যে শঙ্খ ছিল;
খুলে দেখি পিঁপড়ে আর জলঢোড়া সাপ
পিঁপড়ে গুলো সারিবদ্ধ, সাপের ছোবল পড়ে
তৃতীয় আঙুলে
কেন জানি মনে হলো এ আমার জন্যে ওঁদের সাজানো অভিজ্ঞতা।

ঘন্টাঘর

নদীচরে জোয়ারের জলে ভাসে, সাদাচুল,বৃদ্ধের মস্তক
স্টীমার বাজালো হুইসেল;
শৈশব সমাপ্ত করে
কিছু টাকি মাছ হাতে উঠে গেল উলঙ্গ বালকদল।
চক্রবাঁক শেষ হতে না হতেই
প্রবল হা-করে থাকে ক্রেন,
শূন্যে ঝোলে সমূহ ত্রিকাল;
জোড়া জোড়া দুঃখ ভাসে অভিমুখ পানে।

সারবত্তা প্রতিবিম্বহীন,
বিস্তারিত সব কথা মনে থাকেনা এখন,
ব্যাধির কাহিনী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে,
জগৎ সংসার ধূমায়িত;
সবার অলক্ষ্যে বেড়ে ওঠে স্ত্রী-পুত্র চেতনা;
বার বার ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি ওদের শরীর;
আঁৎকে উঠি, বুকের ভিতর ঘন্টাঘর··· ।

আব্দুর রব আশির দশকের একজন নিভৃতচারী কবি।
কেবলই অতিসম্পন্নতার অভীপ্সা নয় তার লক্ষমুখ;
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে চংক্রমিত কোন রহস্যদুর্গম পথও নয়
যার একান্ত অভিপ্রায়। বরং স্পন্দিত বীজ, সমষ্টিসচেতন
শ্রেণী অস্তিত্ব, মাটি আর ভৌগলিক মানচিত্রের বিচিত্র বাস্তবতায়
তার কবিতা রূপ নিয়েছে রুঢ় আত্মজিজ্ঞাসায়–।
কবিতার সমকালীন মানসিকতার সংগে অনুরঞ্জিত এই কবি
তার কাব্য ভাবনায় প্রাধান্য দিয়েছেন নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ
মৌলিক প্রবাহমান চিত্র।

মূল্যঃ ত্রিশ টাকা